যুগান্তর

তারিখ ..06 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ...[illegible]... কলাম ...[illegible]...

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের ৬২ বছর

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। দিনটিকে ঘিরে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর রাজশাহীতে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ প্রাদেশিক আইনসভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আইন পাস হয়। একই বছরের ৬ জুলাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজশাহী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ড. ইতরাৎ হোসেন জুবেরীকে উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৪ সালে পদ্মার তীরের বড় কুঠি নামে পরিচিত ঐতিহাসিক রেশম কুঠির উপরতলায়। ওখান থেকে ১৯৬১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয় মতিহারের সবুজ চত্বরে। ক্যাম্পাসটি গড়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়ান স্থপতি ড. সোয়ানি টমাসের স্থাপত্য পরিকল্পনায়। শুরুতে ৭টি বিভাগে ১৫৬ জন ছাত্র এবং ৫ জন ছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়।

বিভিন্ন সময়ে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৯-র গণআন্দোলন, '৭০-র সাধারণ নির্বাচন, '৭১-র মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং '৯০-র স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্র-শিক্ষক ঝাঁপিয়ে পড়েছে অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে। ষাটের দশকের শেষদিকে এই ভূখণ্ড যখন গণআন্দোলনে উত্তাল, তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও স্বাধিকার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি গণঅভ্যুত্থান চলাকালে তৎকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে নিজের জীবনের বিনিময়ে ছাত্রদের জীবন বাঁচাতে গিয়ে পাকবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তৎকালীন প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা। এছাড়াও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবিবুর রহমান, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার, মীর আবদুল কাইয়ুমসহ অনেক ছাত্র ও কর্মকর্তা-কর্মচারী।

প্রায় ৩০৪ হেক্টরজুড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্তমানে ৯টি অনুষদের আওতায় ৫০টি বিভাগে ৫২টি বিষয়ে চার বছর মেয়াদি অনার্স এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এমফিল ও পিএইচডিসহ উচ্চতর গবেষণার জন্য এখানে রয়েছে পাঁচটি ইন্সটিটিউট। প্রায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। শিক্ষক রয়েছে প্রায় ১ হাজার ২৫০ জন। শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ১৭টি আবাসিক হল। এর মধ্যে ছাত্রদের জন্য ১১টি, ছাত্রীদের ৫টি ও গবেষকদের জন্য ১টি ডরমেটরি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৮ মে ১৪ বছর পর অনুষ্ঠিত সিনেট অধিবেশনে আরও ১৩টি একাডেমিক বিভাগ এবং একটি ইন্সটিটিউট খোলার সিদ্ধান্ত হয়। ওই সময়ই জানতে পারি, এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিভাগ খোলার অনুমোদন রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি রয়েছে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে একটি সংবাদপত্র পাঠক ফোরাম। বর্তমানে তিনটি সাংবাদিক সংগঠন (রাবি প্রেস ক্লাব, রাবিসাস ও রিপোর্টার্স ইউনিট) রয়েছে। ১৫টি সংগঠন নিয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট। এছাড়া আছে বিতর্ক সংগঠন বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টি ডিবেটিং ফোরাম (বিএফডিএফ)। আছে বিভিন্ন হলভিত্তিক বিতর্ক ক্লাব। ক্যারিয়ার ক্লাব নামে একটি ক্লাব শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে বর্তমানে ২২টি সক্রিয় সাংস্কৃতিক দল রয়েছে। এছাড়াও সম্প্রতি জাতিসংঘভিত্তিক বেশ কয়েকটি সংগঠন রাবিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

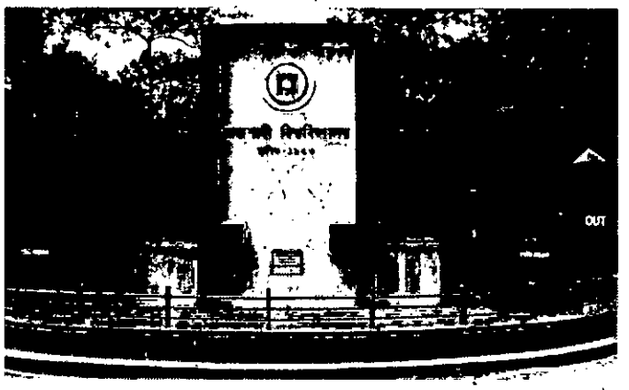

প্রায় সাড়ে ৩ লাখ দেশী-বিদেশী বইসমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও ভবনগুলোয় রয়েছে ওয়াইফাই ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় রয়েছে দেশের প্রথম জাদুঘরখ্যাত বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, শহীদ মিনার, রয়েছে শিল্পী নিতুন কুণ্ডের অমর কীর্তি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'শাবাশ বাংলাদেশ', বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা নামক একটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সুউচ্চ মেটালিক টাওয়ার, বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভ, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য বিদ্যার্ঘ, ড. জোহার প্রতিকৃতি ও বিজয় সাগর।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা, গবেষণা ও বিনোদনের জন্য যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ থাকলেও বাজেটের কিছুটা অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত ২১তম সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য বলেন, 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও আমরা চাহিদা অনুযায়ী বাজেট পাই না। এর ফলে আমাদের শিক্ষা ও গবেষণা কাজ ব্যাহত হয়। বিগত ২০০০-২০০১ থেকে বর্তমান ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছর পর্যন্ত আমাদের ঘাটতি বাজেট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে হচ্ছে।' (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ মে ২০১৫)।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু খ্যাতিমান পণ্ডিত, গবেষক ও জ্ঞানতাপসের ছোঁয়া রয়েছে। বহুভাষাবিদ ও জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষাবিজ্ঞানী ড. এনামুল হক, প্রখ্যাত তাত্ত্বিক রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা প্রয়াত বিচারপতি হাবিবুর রহমান, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডেভিড কফ, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী পিটার বার্টচি, প্রফেসর ড. এমএ বারীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে যারা দেশ পরিচালনা করছেন, তাদের অনেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এখনও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বরেণ্য পণ্ডিত শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ, গবেষণার সুনাম, প্রভাব, অভিনবত্ব ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের ক্ষেত্রে রাবি যথেষ্ট এগিয়ে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক মান নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নানা প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাবি নানাবিধ শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের গবেষণার মান ও অভিনবত্ব সৃষ্টিতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে ৬২ বছর অতিক্রম করে ৬৩ বছরে পদার্পণ করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী রাবি তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন পার করে শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, খেলাধুলা— প্রতিটি ক্ষেত্রে অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে। আমাদের প্রত্যাশা, দিন দিন রাবির সফলতা আরও বাড়বে, এগিয়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী। আমাদের বিশ্বাস, রাবি দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে দীর্ঘদিন টিকে থাকবে।

ড. সুলতান মাহমুদ রানা : *সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*
sultanmahmud.rana@gmail.com